ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর পুলিশি তাণ্ডব

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির নিয়োগ বাতিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভে বেধড়ক প্রহার, আহত ১৫ ■ গাড়ি ভাঙচুর

কাগজ প্রতিবেদক : শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে মোঃ শাহাত উল্লার নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গতকাল সোমবার বিক্ষোভরত ছাত্রদেরকে পুলিশ বেধড়ক পিটিয়েছে। পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা রাস্তায় নেমে একটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে এবং বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেছে। পুলিশের সঙ্গেও তাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ক্যাম্পাসে এবং হলে হলে ঢুকে শিক্ষক-ছাত্রদের বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই ঘটনায় প্রায় ১৫ জন ছাত্র-শিক্ষক আহত হয়েছে। পুলিশ ১১ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে।

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোঃ শাহাত উল্লার নিয়োগ বাতিল হওয়ার খবর গতকাল সোমবার পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে সকাল থেকে চলে নানা গুঞ্জন। এক পর্যায়ে শত শত ছাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ক্যাম্পাস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তারা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে রোকেয়া সরণীতে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. নূরুল ইসলাম বলেন, গত ৬ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হীরকজয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শেরে বাংলানগর কৃষি ইনস্টিটিউটকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে সংসদে একটি আইনও পাস করা হয়। পরবর্তী সময়ে গত ১৫ জুলাই অবলুপ্ত ঐ কৃষি ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মোঃ শাহাত উল্লাহকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু গত রোববার প্রধান উপদেষ্টা এক আদেশে মোঃ শাহাত উল্লাহর নিয়োগ বাতিল করায় ছাত্র-শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বর্তমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক

● এরপর -পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর পুলিশি তাণ্ডব

● প্রথম পাতার পর

মনিরুজ্জামান মনির ভোরের কাগজকে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয় করার। বিগত সরকার সেই দাবি পূরণ করে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার হঠাৎ করে উপাচার্য নিয়োগ বাতিল করায় ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে দেখা দেয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ছাত্ররা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে গতকাল প্রধান ক্যাম্পাসে এবং পরে রাস্তায় বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ করে। তিনি বলেন, ছাত্ররা যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিক্ষোভ করছিল তখন পুলিশ অতর্কিত তাদের ওপর হামলা চালায়। পুলিশ ছাত্রদের বেধড়ক পেটায় এবং তাড়া করে ক্যাম্পাস ও হলে ঢোকায়। পুলিশ ক্যাম্পাসে এবং হলে ঢুকে চারদিকে তাণ্ডব চালায়। পুলিশ রাইফেলের বাট, লোহার রড দিয়ে প্রত্যেককে নৃশংসভাবে মারধর করে।

এ সময় কয়েকজন শিক্ষক এগিয়ে এলে পুলিশ ঐসব শিক্ষককেও মারধর করে। তারা প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে ছাত্র-শিক্ষকের ওপর নির্যাতন চালিয়ে ১১ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। এই গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে গুরুতর আহত হাবিব, জসিম এবং বকুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশের প্রহারে এদের কারো হাত কারো পা ভেঙে গেছে। তাছাড়া পুলিশের প্রহারে শিক্ষক সালাউদ্দিন এবং নূরুদ্দীন আহত হন। হযরত আলী নামে এক শিক্ষককে পুলিশ চরমভাবে লাঞ্ছিত করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ছাত্ররা ১১টার দিকে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে রোকেয়া সরণীতে এসে বিক্ষোভ করে। তারা রাস্তায় ব্যারিকেড দিলে যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় পুলিশ বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশের লাঠিপেটার জবাবে ছাত্ররা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়াকালে ছাত্ররা আশপাশে ১০-১৫টি গাড়ি ভাঙচুর করে এবং প্লানিং কমিশনের কাছে একটি মিনিবাসে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস এবং রাবার বুলেট ছুড়তে ছুড়তে তাড়া করে ছাত্রদের ক্যাম্পাস এবং হলে নিয়ে আসে। এখানেও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ক্যাম্পাস এবং হল থেকে ছাত্র জসিম, হাবিব, বকুল, হেলাল, জাকির, তানভীর, আবু তাহের, শাহরিয়ার, নয়ন এবং পাকো ফারুক নামে এক দোকানদারকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে পুলিশের নির্যাতনে গুরুতর আহত জসিম, হাবিব এবং বকুলকে থানা হাজতে ৪ ঘণ্টা ফেলে রাখার পর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে এই ঘটনা নিয়ে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে।